

## আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে এফটিএ উইং এর কার্যক্রম

বিশ্ব বাণিজ্য নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য স্বার্থ সংরক্ষণ করে সম্ভাবনাময় ট্রেড পার্টনারদের বাজারে পণ্য ও সেবার অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার অর্জন করা বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) অনুবিভাগের প্রধান কাজ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ট্রেড নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি, মুক্ত বাণিজ্য আঞ্চল গঠন, শুল্ক সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশের পণ্য ও সেবার জন্য আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ, অশুল্ক বাধা দূরীকরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণে বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) অনুবিভাগ কাজ করে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন: UN, EU, UNCTAD, UNESCAP, CFC, D-8, IORA, OIC-COMSEC, ASEM, Commonwealth ইত্যাদি এর সাথে যোগাযোগ এবং তাদের গৃহিত বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

### **এফটিএ অনুবিভাগের সার্বিক কার্যক্রম নিম্নরূপ:**

- (ক) সকল দ্বি-পাক্ষিক ও আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য এলাকা (FTA) চুক্তি সংক্রান্ত চলমান এবং ভবিষ্যৎ বিষয়াদি;
- (খ) SAFTA (বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, আফগানিস্তান), APTA (বাংলাদেশ ভারত, শ্রীলংকা, দঃ কোরিয়া, চীন, লাও-পিডিআর ও মঙ্গোলিয়া) এবং D-8 (বাংলাদেশ, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান ও তুরস্ক) ভুক্ত দেশসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- (গ) SAARC, SAPTA, SAFTA, BIMSTEC, IORA, D-8, TPS-OIC ও APTA সহ সকল আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
- (ঘ) সকল Free Trade Agreement (FTA) ও Preferential Trade Agreement (PTA) সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- (ঙ) তৈরি পোশাক শিল্পের C.O, GSP, GSTP সংক্রান্ত কার্যাবলি এবং রুলস অব অরিজিন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- (চ) অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্লক: কমনওয়েলথ, G-7, G77, ICDT, IORA, MERCOSUR ইত্যাদি;
- (ছ) United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) সংক্রান্ত সকল বিষয়াদি;
- (জ) বর্ডার হাট সংক্রান্ত সম্পাদিত চুক্তি উত্তর কার্যক্রম;
- (ঝ) চুক্তিভুক্ত দেশসমূহের ক্ষেত্রে সীমান্ত বাণিজ্য, ট্রানজিট বাণিজ্য, ক্রেডিট লাইসেন্স সংক্রান্ত কার্যাদি;
- (ঞ) Committee on Economic and Commercial Cooperation among OIC Member State (COMCEC) সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।
- (ট) SASEC (South Asian Sub-regional Economic Cooperation) সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
- (ঠ) BCIM (Bangladesh China India Myanmar) Forum সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
- (ড) বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা; এবং
- (ঢ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য বিষয়াদি

### আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি (আরটিএ) নীতি ২০২২:

বাংলাদেশ ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ বর্তমান সরকারের আর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনাতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের

বছরে এ অর্জন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। এ অর্জন বিশ্বে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি বিনির্মাণ এবং বিনিয়োগ ও বাণিজ্যে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টির পাশাপাশি বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও তৈরি করবে। যার মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে পণ্য রপ্তানিকালে শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা এবং relaxation of country of origin নির্ধারণের শর্ত হারানো অন্যতম। এর ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যকে ঐ সব দেশের বাজারে প্রবেশের সময় সাধারণভাবে আরোপিত শুল্কের সম্মুখীন হতে হবে যার ফলে ঐ সকল দেশে বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার সংকোচনের আশঙ্কা রয়েছে। এই সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও বিভিন্ন দেশে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) এবং অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA) সহ Regional Trade Agreement (RTA) সম্পাদনের নীতি গ্রহণ করেছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর সংক্রান্ত বিদ্যমান Free Trade Agreement (FTA) Policy Guideline-টি প্রণয়ন করা হয়েছিলো ২০১০ সালে যা বর্তমান সময়ের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। এই প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান নীতিটি যুগোপযোগী করে “RTA Policy 2022” প্রণয়ন করা হয়েছে। RTA Policy 2022- তে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে World Trade Organization (WTO)’র বিভিন্ন চুক্তির আওতায় প্রাপ্ত সুবিধা অব্যাহত রাখা, পণ্য ও সেবা বহুমুখীকরণ, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি, কমপ্লায়েন্স ও স্ট্যান্ডার্ড প্রতিপালন, বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপ্তি, সম্ভাবনাময় দেশ ও ব্লক নির্বাচনে অগ্রাধিকার ও গুরুত্ব এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন পরিচালনার কৌশল গ্রহণের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সময় নেগোসিয়েশনের সুবিধার্থে Preferential Trade Agreement (PTA) ও Free Trade Agreement (FTA)- এর Template প্রণয়ন করা হয়েছে।

### **জাতীয় শুল্ক নীতি-২০২৩:**

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে রপ্তানি বহুমুখীকরণ, বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ ও বাণিজ্য অংশীদারগণের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের প্রয়োজনে একটি সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত ট্যারিফ পলিসি প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বাংলাদেশ এখনো আমদানি পর্যায়ে শুল্ক ও করের ওপর নির্ভরশীল। মোট রাজস্ব সংগ্রহে শুল্ক খাতের অবদান ২৭%। শুল্কহার যৌক্তিকীকরণের প্রক্রিয়া বেগবান করার মাধ্যমে বেসরকারি খাতের উদ্যোগকে উৎসাহিতকরণ, একই সাথে রপ্তানি নির্ভর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিভিন্ন পদক্ষেপের অংশ হিসাবে একদিকে রাজস্ব আহরণ অন্যদিকে পরোক্ষ কর যথা আমদানি পণ্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে প্রত্যক্ষ করের অবদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গত ০৬ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে ‘জাতীয় শুল্ক নীতি-২০২৩ (National Tariff Policy-2023) প্রণয়ন করেছে। এক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তির সাথে সঙ্গতি রেখে শুল্ক ও কর কাঠামো পুনঃবিন্যাসের মাধ্যমে দেশে উৎপাদিত পণ্যকে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে পৌঁছানো ও রপ্তানি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উদ্যোগ গ্রহণ করা সহজতর হবে।

### **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ)/অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ):**

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ পরবর্তী সম্ভাব্য প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলায় প্রস্তুতি, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার Preferential Market Access and Trade Agreement বিষয়ে কৌশলপত্র এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য

বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দেশের সাথে অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ), মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) ও সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (সেপা) সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে এ যাবত ২৩টি দেশের সাথে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (feasibility study) সম্পন্ন করা হয়েছে। বাণিজ্য সম্ভাবনাময় বিভিন্ন দেশ ও জোট এর সাথে চুক্তি সম্পাদন বিষয়ে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। গত ০৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ ভুটানের সাথে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যা ইতিহাসে বাংলাদেশের প্রথম দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ০৯টি দেশ ও ০৩টি জোটের সাথে বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ/পিটিএ/সেপা) সম্পাদনের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। দেশসমূহ হলো: ভারত, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, জাপান, সিঙ্গাপুর, কানাডা, চীন, মালয়েশিয়া এবং আসিয়ান অর্থনৈতিক জোট, মার্কোসুর জোট ও ইউরেশিয়া অর্থনৈতিক জোট। এছাড়াও তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা, মরক্কো, মরিশাস, সেনেগাল, নাইজেরিয়া, সিয়েরালিওন, কেনিয়া, জিসিসিভুক্ত দেশের সাথে পিটিএ/এফটিএ/সেপা নেগোসিয়েশন কার্যক্রম পরিচালনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নেগোসিয়েশন অগ্রগতি ও বাংলাদেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় বিবেচনায় তালিকাটি সময়ে সময়ে সংশোধিত হতে পারে। LDC Graduation পরবর্তীতে রপ্তানি বাণিজ্যের বর্তমান ধারা চলমান রাখাসহ নতুন বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির লক্ষ্যে FTA/CEPA সমীক্ষা কার্যক্রম চলছে।

### **শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত (জিএসপি) সুবিধাবলী:**

বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ হিসেবে এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের মুখপাত্র হিসেবে উন্নত ও অগ্রগামী উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছ থেকে অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধা আদায় করেছে যা সাধারণভাবে জেনারেলাইজড সিস্টেম অব প্রিফারেন্স বা জিএসপি নামে পরিচিত। বাংলাদেশের রপ্তানিকারকগণ বর্তমানে মোট ৩৮ টি দেশে একতরফা (Unilateral) সুবিধার আওতায় শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুবিধাপ্রাপ্ত। তন্মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৮ টি দেশ, জাপান, চিলি, নরওয়ে, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, রাশিয়া অন্যতম। এসব দেশ থেকে প্রাপ্ত সুবিধার বিপরীতে বাংলাদেশকে ঐসব দেশ থেকে পণ্য আমদানিতে কোন প্রকার শুল্কছাড় দিতে হয় না। তাই সেসব দেশে বিনা শুল্কে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি করা যায়।

### **দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য:**

#### **(১) বাংলাদেশ-ভুটান অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি:**

গত ৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ-ভুটানের মধ্যে স্বাক্ষরিত অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তিটি বাংলাদেশের প্রথম দ্বি-পাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি বা Preferential Trade Agreement (PTA)। এ চুক্তির আওতায় ভুটানের ৩৪ টি পণ্য বাংলাদেশের বাজারে ও বাংলাদেশের ১০০ টি পণ্য ভুটানের বাজারে শুল্কমুক্ত (duty free) সুবিধা লাভ করবে। ফলে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য (আমদানি ও রপ্তানি), বিনিয়োগ ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে এবং বাণিজ্যের বাঁধাসমূহ দূরীভূত হয়ে বাণিজ্য অধিকতর সহজ ও শক্তিশালী হবে। বর্তমানে বুড়িমারি ও তামাবিল ছাড়াও নকুগাঁও ও হালুয়াঘাট স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ-ভুটান বাণিজ্য চলছে। গত ২২.০৩.২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ-ভুটান ট্রানজিট এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর হয়েছে।

#### **(২) ভারতের সাথে Comprehensive economic Partnership Agreement (CEPA) সম্পাদন:**

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ১৯৭২ সালে স্বাক্ষরিত হয় যা কিছুটা সংশোধন/পরিমার্জনের পর ২০১৫ সালে নবায়ন করা হয়েছে। SAFTA ও APTA এর সদস্যদেশ হিসেবে বাংলাদেশ ভারতের বাজারে স্বল্পোন্নত দেশের জন্য প্রদত্ত শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা পাচ্ছে। ২০১৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য সচিব পর্যায়ে সভায় উভয় দেশের বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয় অর্থাৎ পণ্য, সেবা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক সহযোগিতার অভিপ্রায়ে একটি Comprehensive economic Partnership Agreement (CEPA) স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা পরবর্তীতে ২০১৯ সালের অক্টোবরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে আলোচিত হয়। সে মোতাবেক উভয় পক্ষ যৌথ সম্ভাব্যতা যাচাই করে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে শীঘ্রই CEPA negotiation শুরু করা হবে।

### (৩) বাংলাদেশ ভারত বর্ডার হাট:

বাংলাদেশ ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণ, যাদের নিকটবর্তী কোন হাট-বাজার নেই, তাদের নিকট নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে বর্ডার হাট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই উদ্দেশ্যে ২২ অক্টোবর ২০১০ তারিখে স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বর্ডার হাট স্থাপন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারকের (এম.ও.ইউ) স্বাক্ষরিত হয়। এর আওতায় ২৩ জুলাই ২০১১ তারিখ কুড়িগ্রাম সীমান্তে বালিয়ামারিতে প্রথম এবং ০১ মে ২০১২ তারিখে সুনামগঞ্জের ডলারোতে দ্বিতীয়, ১৩ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার পূর্ব মধুগ্রাম ও ছয়ঘড়িয়ার মধ্যবর্তী স্থানের সীমান্তে তৃতীয়, এবং ৬ জুন ২০১৫ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা উপজেলার তারাপুর সীমান্তে চতুর্থ বর্ডার হাট চালু করা হয়েছে। এর ফলে দুই দেশের সীমান্ত এলাকার লোকজন তাদের পণ্য সহজে বেচা-কেনা করতে পারছে এবং ইনফরমাল বাণিজ্য অনেকাংশে-হ্রাস পেয়েছে। গত ২৭ মার্চ ২০২১ তারিখ ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে সুনামগঞ্জ জেলার সায়েদাবাদ ও বাগানবাড়ি বর্ডার হাট এবং সিলেটের ভোলাগঞ্জ বর্ডার হাটের কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া আরও ০৩ (তিন) টি বর্ডার হাটের অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং অতিরিক্ত ০৬ (ছয়)টি বর্ডার হাট স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে।

### (৪) চীনের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা সংক্রান্ত:

চীন বাংলাদেশের বৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদার। সম্প্রতি চীন তাদের ট্যারিফ লাইনে বাংলাদেশের ৯৮% পণ্যে শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা প্রদান করেছে। এর ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা যায়। বাংলাদেশ ও চীন অক্টোবর ২০১৬ সময়ে প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-চীন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) সম্পাদনের লক্ষ্যে যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা আরম্ভকরনের লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। সমঝোতা স্মারকের বিধান অনুযায়ী Joint Working Group (JWG) গঠন করা হয়। JWG-এর প্রথম সভা গত ২০-২১ জুন ২০১৮ সময়ে চীনের বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত হয়। JWG-এর প্রথম সভায় যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রণয়নে এর কার্য পরিধি ও রপরেখা চূড়ান্ত করা হয়। JWG-এর দ্বিতীয় সভা দূততম সময়ে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে।

### (৫) প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (Economic Partnership Agreement):

জাপান বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার এবং বাংলাদেশে বিনিয়োগ শীর্ষ দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। জাপান বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য একটি বাণিজ্য সম্ভাবনাময় দেশ। বাংলাদেশ-জাপান দ্বি-পাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে বাংলাদেশে ব্যবসারত কোম্পানিগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি তথা বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় সহাবস্থানের বিষয়ে গত ২৫-২৮ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরকালে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে “Memorandum of Cooperation between the Ministry of Commerce, the Government of the People’s Republic of Bangladesh and

the Ministry of Economy, Trade and Industry, the Government of Japan on Bangladesh-Japan industry Upgradation partnership” স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দেশের মধ্যে Economic Partnership Agreement (FPA) সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে FTA সম্পাদনের লক্ষ্যে যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Joint Feasibility study) পরিচালনার জন্য দু’দেশের Joint Study Group (JSG) গঠন করা হয়েছে।

#### **(৬) প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (Free Trade Agreement):**

সিঙ্গাপুর বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশিদার এবং এটি বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য একটি বাণিজ্য সম্ভাবনাময় এলাকা। Associations of Southeast Asian Nations (ASEAN)-এর সদস্য এই দেশের সাথে ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, জাপান ভারতসহ ১৫টি দেশের দ্বি-পাক্ষিক Free Trade Agreement (FTA) রয়েছে। পণ্য ছাড়াও সেবা ও বিনিয়োগ খাতেও সিঙ্গাপুরের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এ সিঙ্গাপুরের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে দুই দেশের মধ্যে Free Trade Agreement স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে “Memorandum of Cooperation on Trade and investment between the Ministry of Commerce, the Government of the People’s Republic of Bangladesh and the Ministry of Trade and Industry, Government of the Republic of Singapore শিরোনামে Memorandum of Cooperation (MoC) স্বাক্ষরিত হয়। দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং সংশ্লিষ্ট খাতসমূহ চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে Joint Working Group (JWG) গঠিত হয়। উক্ত JWG প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের কাজ করছে।

#### **(৭) প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-শ্রীলংকা অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি (PTA):**

শ্রীলংকার সাথে ১৯৭৭ সালে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তিটি এখনও বলবৎ আছে। বর্তমানে একটি অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে উভয় দেশের মধ্যে Trade Negotiating Committee (TNC) গঠন করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে, উভয়পক্ষ ইতোমধ্যে ৩য় দফা নেগোসিয়েশন সম্পন্ন করেছে। ৪র্থ দফা TNC সভা শীঘ্রই করা হবে। উক্ত সভায় PTA Text ও Rules of Origin চূড়ান্ত করা হতে পারে।

#### **(৮) প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA):**

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মালয়েশিয়ায় সাথে Free Trade Agreement (FTA) সম্পাদনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে। তৎপ্রেক্ষিতে, উভয় দেশ কর্তৃক নিজ নিজ Trade Negotiating Committee (TNC) কমিটি গঠন করা হয়। বাংলাদেশের পক্ষ হতে FTA শুরু করার জন্য মালয়েশিয়াকে একাধিকবার অনুরোধ করা হয়েছে। মালয়েশিয়া হতে এ বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেলে FTA Negotiation শুরু করা হবে।

#### **(৯) প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়া অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি (Preferential Trade Agreement):**

ইন্দোনেশিয়ার মান্যবর রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফরকালে গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে মানীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রীদের মধ্যে “Joint Ministerial Statement on the Launching of the Negotiations for Bangladesh-Indonesia Preferential trade Agreement” স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত Joint Ministerial Statement অনুসারে বাণিজ্য মন্ত্রণারয় Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement (IB-PTA) স্বাক্ষরের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর ধারাবাহিকতায় Trade Negotiating Committee (TNC)-এর Terms of Reference ছূড়ান্তপূর্বক TNC গঠন করা হয়। TNC এতোমধ্যে চতুর্থ রউন্ডের নেগোসিয়েশন সম্পন্ন করেছে।

**(১০) প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (Economic Partnership Agreement):**

দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক অংশীদার এবং বাংলাদেশের সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বহুমাত্রিক। এ প্রেক্ষাপটে, দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা বজায় রাখার নিমিত্ত বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (EPA) সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে দু’দেশ নিজ নিজ উদ্যোগে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) পরিচালনার জন্য Research Team গঠন করা হয়।

**(১১) নেপালের সাথে বাংলাদেশের সংশোধিত ট্রানজিট চুক্তি স্বাক্ষর:**

২২ মার্চ ২০২১ সময়কালে নেপালের মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফরকালে দুই দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে Letter of Exchange (LoE) এর মাধ্যমে Addendum to the Protocol to the Transit Agreement Between the Government of the People’s Republic of Bangladesh and the Government of Federal Democratic Republic of Nepal চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে রেলপথে নেপাল বাংলাদেশের সাথে পণ্য পরিবহন করতে পারবে।

**(১২) বাংলাদেশ ও ভারত Framework of Cooperation in the Area of Trade Remedial Measures স্বাক্ষর সংক্রান্ত:**

বাংলাদেশ ও ভারত দুই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ২৭ মার্চ ২০২১ এ Establishment of a Framework of Cooperation in the Area of Trade Remedial Measures Between Bangladesh and India চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এটি স্বাক্ষরের ফলে Trade Remedial Measures বিষয়ে ভারত বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করবে। এছাড়া এন্টিডাম্পিংসহ অন্যান্য শুল্ক বাধা আরোপের পূর্বে বাংলাদেশের সাথে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

**(১৩) বাংলাদেশ ভুটান ট্রানজিট চুক্তি:**

মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুন্শি, এমপি ভুটানের থিম্পুতে ২২ মার্চ ২০২৩ তারিখে “Agreement on the Movement of traffic-in Transit Between the government of the People’s Republic of Bangladesh and the Royal Government of Bhutan” স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষরিত চুক্তি বাংলাদেশের জন্য কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক, সংযোগ এবং কৌশলগত সুবিধা বয়ে আনবে। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি ও আঞ্চলিক ভ্যালু চেইন সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটানোর অংশ হিসেবে চারিদিকে স্থলভাগ বেষ্টিত ভুটানকে বাংলাদেশ ট্রানজিট চুক্তির আওতায় বিমান, রেল, স্থল, নৌবন্দর ও সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করছে। এ চুক্তির ফলে উভয় দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক যোগাযোগে ব্যাপক প্রসার ঘটবে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভুটানের পণ্য রপ্তানি ও আমদানি করলে বাংলাদেশ বিভিন্ন ফি ও চার্জ লাভ করবে এবং এছাড়া অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটবে। ট্রানজিট বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরসমূহ অধিকতর কর্মক্ষম হবে। ফলে রাজস্ব আয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ বন্দরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আসবে।

**আঞ্চলিক বাণিজ্য:**

**(১) দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি (SAFTA):**

দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে ২০০৬ সালের ০১ জুলাই থেকে সার্ক-ভুক্ত দেশসমূহের সমন্বয়ে গঠিত দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি South Asian Free Trade Area (SAFTA) কার্যকর হয়। SAFTA-এর আওতায় সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অশুল্ক বাধা দূরীকরণসহ সেনসিটিভ লিস্টের পণ্য তালিকা এবং শুল্ক হ্রাসকরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সর্বশেষ, সদস্য দেশসমূহ তাদের সেনসিটিভ লিস্ট দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০% হ্রাস করেছে, যা ০১ জানুয়ারি ২০১২ থেকে কার্যকর হয়েছে। এছাড়া, ভারত বাংলাদেশসহ সার্ক-ভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ২৫টি পণ্য ছাড়া বাকি সব পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুবিধা প্রদান করেছে। ফলে ভারতসহ সার্ক-ভুক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিস্টে পণ্যের সংখ্যা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য ৯৮৭টি এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য ৯৯৩টি। SAFTA-এর আওতায় তৃতীয় পর্যায়ে সদস্য দেশসমূহের সেনসিটিভ লিস্ট আরও কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।

## (২) সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (SATIS):

২৯ এপ্রিল ২০১০ তারিখে ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে অনুষ্ঠিত ১৬তম সার্ক সামিটে সার্ক সদস্য দেশসমূহের অংশগ্রহণে সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (SATIS) স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশসহ সদস্য দেশসমূহ এ চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে প্রাথমিক অফার লিস্ট ও রিকোয়েস্ট লিস্ট বিনিময় করেছে। বাংলাদেশ SATIS এর সদস্য দেশসমূহের নিকট ১০টি সার্ভিস সেক্টর উন্মুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে এবং ০২টি সার্ভিস সেক্টরে অফার দিয়ে (টেলিকম ও ট্যুরিজম) এ সংক্রান্ত শিডিউল অব কমিটমেন্টস ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। সদস্য দেশসমূহের শিডিউল অব কমিটমেন্টস চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন অব্যাহত আছে। চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে সেবা খাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ এ খাতে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

## (৩) এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (APTA):

১৯৭৫ সালে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের কয়েকটি দেশের সমন্বয়ে এ অঞ্চলের সর্বপ্রথম প্রাধিকারমূলক (preferential) বাণিজ্য চুক্তি 'Bangkok Agreement' স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে Bangkok Agreement পুনর্গঠন করে 'Asia-Pacific Trade Agreement (APTA)' স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো পারস্পরিক বাণিজ্য উদারীকরণের মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি। APTA-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬ (ছয়)টি দেশ, যথা: বাংলাদেশ, ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলংকা এবং লাওস। বাংলাদেশ এই আঞ্চলিক জোটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

APTA-এর আওতায় ৩য় রাউন্ড নেগোসিয়েশন ২০০৬ সালে সম্পন্ন হয়েছে যা এখনো কার্যকর আছে। ইতোমধ্যে APTA-এর আওতায় ৪র্থ রাউন্ড নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়েছে যা গত ১৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মিনিষ্ট্রিয়াল কাউন্সিলে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়েছে। ৪র্থ রাউন্ড নেগোসিয়েশনের আওতায় শুল্ক সুবিধা প্রাপ্ত পণ্য সংখ্যা ৪,৬৪৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০,৬৭৭-এ তে উন্নীত হবে, যা বাস্তবায়িত হলে APTA-এর সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহে উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং SDG অর্জনে সহায়ক হবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে APTA-এর সদস্য দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য অধিকতর শুল্ক সুবিধা এবং market access পাবে যার ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে।

ট্যারিফ কনসেশন ছাড়াও APTA-এর আওতায় Trade Facilitation, Investment Protection এবং Liberalization of Trade in Services বিষয়ে ৩টি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তিগুলি বাস্তবায়িত হলে APTA-এর সদস্য দেশসমূহের সাথে সেবা খাতে বাণিজ্য বৃদ্ধিসহ বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

**(৪) Trade Preferential System among the Member States of the OIC (TPS-OIC):** তুরস্কের ইস্তান্বুলে অনুষ্ঠিত COMCEC এর ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে Framework Agreement on Trade Preferential System among the Member States of the OIC (TPS-OIC) চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। ২০০২ সালে ১০টি OIC ভুক্ত দেশ অনুসমর্থন করার পর Framework Agreement কার্যকর হয়। পরবর্তীতে এর ধারাবাহিকতায় ০২টি চুক্তি-The Protocol on Preferential Tariff Scheme (PRETAS) এবং Rules Of Origin (RoO) চূড়ান্ত হয়। উক্ত ০৩টি চুক্তিতেই বাংলাদেশ স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে।

PRETAS এর উদ্দেশ্য হলো এ কর্মপরিকল্পনার আওতাভুক্ত পণ্যসমূহের শুল্ক হ্রাসকরণ, প্যারা ট্যারিফ ও নন ট্যারিফ বাধা দূরীকরণ। স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে বাংলাদেশ শুল্ক হ্রাসকরণ প্রক্রিয়া, প্যারা ট্যারিফ ও নন ট্যারিফ বাধা অপসারণের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ সুবিধা পাবে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে শুল্ক ছাড় অথবা হ্রাসকৃত শুল্কে ওআইসি-ভুক্ত সদস্য দেশসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানির জন্য ৪৭৮টি পণ্যের একটি পণ্যতালিকা ওআইসি সচিবালয়ে প্রেরণ করেছে। ১ জুলাই ২০২২ হতে TPS-OIC কার্যকর হয়েছে এবং বর্তমানে TPS-OIC কার্যকরকারি দেশের সংখ্যা মোট ১৩টি, যথাক্রমে বাংলাদেশ, তুরস্ক, ইরান, মালয়েশিয়া, জর্ডান, মরক্কো, পাকিস্তান, সৌদিআরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, বাহরাইন, ওমান এবং কাতার। বাংলাদেশ ২১ জুলাই ২০২২ তারিখে এসআরও নং ২৫১-আইন/২০২২/১৩৩/কাস্টমস জারির মাধ্যমে TPS-OIC কার্যকর করেছে। TPS-OIC কার্যকর হওয়ায় বর্তমানে বাংলাদেশ Rules of Origin-এর ৩০% মূল্য সংযোজন সুবিধা কাজে লাগিয়ে TPS-OIC কার্যকরকারি অন্যান্য সদস্য দেশে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে সমর্থ হবে।

**(৫) উন্নয়নশীল আটটি দেশের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি (D8 PTA):**

১৯৯৭ সালের ১৫ জুন তুরস্কের ইস্তান্বুলে ওআইসিভুক্ত আটটি উন্নয়নশীল দেশের সরকারপ্রধানগণ মিলিত হয়ে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি জোট গঠন করে। বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ইরান, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, মিশর ও নাইজেরিয়া এর সমন্বয়ে জোটটি গঠিত হয় যা সংক্ষেপে Developing-8 (D-8) নামে পরিচিত। ১৩ মে ২০০৬ তারিখে ডি-৮ ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে D-8 Preferential Trade Agreement (D-8 PTA) স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২৮ মার্চ ২০০৮ তারিখে Rules of Origin (RoO) স্বাক্ষরিত হয়। ১৭ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ ৪০ শতাংশ মূল্য সংযোজন শর্ত গ্রহণপূর্বক চুক্তিটি অনুসমর্থন করে। এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ৩৫৬ টি পণ্যের একটি পণ্য তালিকায় শুল্ক হ্রাস অথবা শুল্ক ছাড় প্রদানের নিমিত্তে ২১ জুলাই ২০২২ তারিখে এসআরও নং ২৫২-আইন/২০২২/১৩৩/কাস্টমস জারি করেছে। এর ফলে বাংলাদেশ চুক্তিটি কার্যকরকারি দেশসমূহে প্রাধিকারমূলক শুল্ক সুবিধায় পণ্য রপ্তানি করতে পারবে। বাংলাদেশ ছাড়াও তুরস্ক, ইরান, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া কাস্টমস নোটিফিকেশন জারির মাধ্যমে চুক্তিটি কার্যকর করায় বাংলাদেশ উক্ত ৪টি দেশে শুল্ক ছাড় অথবা হ্রাসকৃত শুল্কে পণ্য রপ্তানি করতে পারবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এপ্রিল ২০২১ এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত দশম ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে দুই বছর মেয়াদের জন্য ডি-৮ এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

**(৬) Indian Ocean Rim Association (IORA):** IORA ভারত মহাসাগরের চার পাশে বিস্তৃত ২৩টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত একটি Inter-government Organization যা ১৯৯৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোগে সদস্য দেশসমূহের সাথে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত হয়। বাংলাদেশ ১৯৯৯ সালে IORA এর সদস্য হয়। বাংলাদেশ বর্তমানে ২০২১-২০২৩ মেয়াদে IORA এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করছে। IORA এর সদস্য

দেশসমূহের মধ্যে “Bilateral and Regional Trade Investment Related Agreement” করার লক্ষ্যে IORA Secretariat কর্তৃক একটি study সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত study এর প্রেক্ষিতে IORA এর সদস্য দেশসমূহের মধ্যে Trade & Investment সম্পর্কিত MoU স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৭) **দি বে অব বেঙ্গাল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকনোমিক কো-অপারেশন (BIMSTEC):** বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, ভুটান ও নেপাল এর সমন্বয়ে ১৯৯৭ সালে Bay of Bengal Initiatives for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠিত হয়। এ জোটের আওতায় বিমসটেক মুক্ত বাণিজ্য এলাকা (FTA) গঠনের লক্ষ্যে গত ফেব্রুয়ারি ২০০৪ একটি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির আওতায় (১) পণ্য বাণিজ্য, (২) সেবা খাতের বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের উপর বর্তমানে আলোচনা চলছে। চুক্তিতে যে ১৩টি সেক্টর/সার-সেক্টর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হল: (1) Trade and Investment, (2) Technology, (3) Energy, (4) Transport and Communication, (5) Tourism, (6) Fishery, (7) Agriculture, (8) Cultural Cooperation, (9) Environment and Disaster Management, (10) Public Health, (11) People to People Contact, (12) Poverty Alleviation, (13) Counter Terrorisms and Transnational Crime, এবং (14) Climate Change.

এই চুক্তির অধীনে (1) Agreement on Trade in Goods, (2) Agreement of Trade in Services, (3) Agreement on Trade in Investment, (4) Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters, (5) Protocol to Amend the Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area, (6) Agreement on Dispute Settlement Procedures and Mechanism চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিসমটেক এর আওতায় শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া কার্যকর করার ক্ষেত্রে ফাস্ট ও নরমাল ট্র্যাক পন্থা গ্রহণ করা হয়। ফাস্ট ট্র্যাক এর আওতায় নির্বাচিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশসমূহ (ভারত, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ড) স্বল্পোন্নত (বাংলাদেশ, মায়ানমার, নেপাল ও ভুটান) দেশসমূহের জন্য এক বছরের মধ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য তিন বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। অন্যদিকে, ফাস্ট ট্র্যাকে অন্তর্ভুক্ত পণ্যসমূহের উপর স্বল্পোন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য পাঁচ বছরের মধ্যে এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য তিন বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। নরমাল ট্র্যাক এর আওতায় নির্বাচিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশসমূহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য তিন বছরের মধ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য পাঁচ বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। অপরদিকে, নরমাল ট্র্যাক এর আওতায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য দশ বছরের মধ্যে এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য আট বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। BIMSTEC Working Group on RoO (Rules of Origin) এর ২০ তম সভা ১০-১১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে এবং ২১ তম সভা আগামী ডিসেম্বর, ২০২৩ মাসে অনুষ্ঠিত হবে।

(৮) **“Framework Agreement on Facilitation of Cross Border Paperless Trade in Asia and the Pacific” চুক্তি রেটিফিকেশন:** এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্য ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে UNESCAP প্রণীত (৭২তম সেশনে, মে, ২০১৬, রেজুলেশন নম্বর- ৭২/৪) “Framework Agreement on Facilitation of Cross Border Paperless Trade in Asia and the Pacific” চুক্তিটি বাংলাদেশ ২০১৭ সালে স্বাক্ষর করেছে এবং ১৩ অক্টোবর ২০২০ তারিখে চতুর্থ দেশ হিসেবে Agreement টি রেটিফাই করে। চুক্তিটি ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ হতে কার্যকর হয়েছে। চুক্তিটি কার্যকরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পাদনের সময় ও ব্যয় হ্রাস পাবে এবং বাণিজ্য আরও সহজতর এবং দ্রুততর হবে। বর্ণিত ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি কার্যকরের মাধ্যমে তা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর Trade Facilitation Agreement দ্রুততার সাথে বাস্তবায়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে, এটি

আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য সম্পাদনের সময় ও ব্যয় হ্রাস করবে এবং বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এর ফলে বাংলাদেশ অধিকতর বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে সক্ষম হবে। এছাড়া, সরকারের One Stop Service এবং National Single Window Project দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনাও সৃষ্টি হবে।

### **আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা:**

**(১) EU-Bangladesh Business Climate Dialogue:** ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভুক্ত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অধিকতর বৃদ্ধির লক্ষ্যে Bangladesh-European Union Business Climate Dialogue-এর Dialogue নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এছাড়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশ যৌথ কমিশনের (EU-Bangladesh Joint Commission on Trade and Economic Cooperation) ১০ম সভা গত ২০ মে, ২০২২ তারিখে বেলজিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিদল যোগ দেন।

**(২) বাংলাদেশ-কমনওয়েলথ :** Commonwealth Trade Ministers Meeting (CTMM) গত ৫-৬ জুন ২০২৩ তারিখে মার্লবরো হাউস, লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কমনওয়েলথভুক্ত ৫৬টি দেশের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। CTMM সভায় মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ বক্তব্য প্রদান করেন। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে “Legal Reform and Digitalisation Working Group” গঠনের এবং “Supporting the Multilateral trading System” এর আওতায় কমনওয়েলথ-এর পক্ষ থেকে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য বহুজাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার (Multilateral Trading System) আওতাধীন বিদ্যমান ও প্রতিশ্রুত বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সহায়তাসমূহ (Trade Support Measures) চলমান রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**(৩) Common Fund for Commodities (CFC):** Common Fund for Commodities (CFC) বিশ্বের ১০১ টি সদস্য দেশ এবং ০৯টি প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে গঠিত একটি আন্তঃসরকারভিত্তিক স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যদেশ হিসেবে সংস্থার নীতি নির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর হতে CFC সদস্য দেশসমূহের পণ্য বাজার উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সহায়ক প্রকল্প ভিত্তিক ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। জনাব তপন কান্তি ঘোষ, সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, CFC বাংলাদেশের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং জনাব মুরশেদা জামান, যুগ্মসচিব (এফটিএ-২) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২০২৪-২০২৫ মেয়াদে দুই বছরের জন্য CFC এর আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, কমোরোস এবং ইয়েমেনের সমন্বয়ে গঠিত Constituency-1 এর নির্বাহী পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। বাংলাদেশের একটি হস্তশিল্পকেন্দ্রিক উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান CFC থেকে ১ (এক) মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তা পেয়েছে। বাংলাদেশের অনুকূলে ৯৭,৬৭৫ ইউনিট মূল্যমানের ১২৯ টি শেয়ার বরাদ্দ আছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ১৫০টি মূল ভোটাধিকারসহ অতিরিক্ত ২৭৬টি ভোটাধিকার মিলিয়ে ৪২৬টি ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকে। নেদারল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত জনাব শেখ মোহাম্মদ বেলাল বর্তমানে CFC এর Managing Director পদে ২০২৪-২৮ মেয়াদে ০৪ (চার) বছরের জন্য পুনঃনির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন।